কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা কলেজ (কো-এড্)
পার্ট ১ পরীক্ষা ২০২০ ॥ বাংলা
BNGL
০৯.১২.২০২০

পূর্ণ মান – ৫০ সময়– ২ ঘণ্টা

১. গদ্যাংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লিখবে): ২০

(ক) ...টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ– এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-স্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল– 'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ করে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন!

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তর মেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে– জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত তথ্য– ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

(অ) গদ্যাংশটি কার রচনা? লেখাটির শিরোনাম কী? ১+১
(আ) শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণের কী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন? তাঁর সেই ব্যাখ্যা শুনে কী হয়েছিল শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া? ৩+৩
(ই) এখনও অনেকে অষ্টধাতুর মাদুলি ধারণ করে কেন? ৩
(ঈ) প্রচলিত ধারণায় উত্তর দিকে মাথা রেখে শুতে নেই কেন? ২
(উ) পোড়া জোনাকিপোকা সম্পর্কে বহুপ্রচলিত অপবৈজ্ঞানিক ধারণাটি কী? ৩
(ঊ) এ-সম্পর্কে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যটি কী? ৪

অথবা,

(খ) পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ – সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রানী" করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা

নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?...

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে– একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা – উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি জীবনের পথে– সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক।...আমরা অকর্মণ্য পুতুলজীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

(অ) এ কথাগুলি কার লেখা? প্রবন্ধটির নাম কী? ২
(আ) পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য কী কী করা যেতে পারে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন? ৪
(ই) 'কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরা'র বিকল্প হিসেবে কোন পথ নির্দেশ করেছেন প্রাবন্ধিক? ২
(ঈ) নারী 'দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি' হলো কীভাবে? কীভাবে সে ক্রমে তার ক্ষমতা হারিয়েছে? ২+৩
(উ) এ 'দোষ' সে কীভাবে অতিক্রম করতে পারে? ৩
(ঊ) আত্মশক্তি নারীকে অর্জন করতে হবে কেন? ৪

২. যে-কোনো **একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:** ২০

(ক) 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে/ অস্ত গেল' – এই কবিতাটি রচনার পটভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করে কবিতার মূল বক্তব্য আলোচনা করো।

(খ) 'ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত' – কার উদ্দেশে কবির এই উক্তি? 'স্বর্গ' বলতে কোন অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে? কীভাবে সেই স্বর্গে ভারতকে জাগরিত করা যাবে?

(গ) 'ছুটি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

(ঘ) 'ধ্বংস' গল্পে যুদ্ধবিরোধী ভাবনা কীভাবে ফুটে উঠেছে, আলোচনা করো।

৩. বাংলা পরিভাষা লেখো (যে কোনো পাঁচটি) : ১০
Arbitration, Charge Sheet, Belles Lettre, Chief Whip, Abstract, Duet, Impulse, Posthumous, Mysticism, Jargon.

অথবা

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবর্ষ উদযাপন সম্পর্কে অনধিক ১৫০ শব্দে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

MAIL ID : sudakshina16@gmail.com